প্লাবন-পরিস্থিতি দেখছেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধায়ক অপূর্ব সরকার প্রমুখ। ছবি: চয়ন মজুমদার

# ভরতপুরে প্লাবন পরিস্থিতি দেখে ত্রাণ বিতরণ মন্ত্রী সুজিতের

**প্রদীপ দে**

বহরমপুর, ১ আগস্ট

একদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল। তার ওপর বিভিন্ন বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণেই মুর্শিদাবাদের ভরতপুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত। শুক্রবারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে ভরতপুরের বন্যা–কবলিত এলাকায় যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বানভাসি মানুষদের হাতে শুকনো খাবারও তুলে দেন। মোট দেড় হাজার বানভাসি মানুষকে এদিন ত্রাণ দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালেই বহরমপুর পৌঁছে যান সুজিত। তারপরই সোজা চলে যান কান্দি মহকুমার ভরতপুর–১ ব্লকের ইব্রাহিমপুর গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার–সহ মহকুমার অফিসাররা। নিজের চোখেই সুজিত দেখেন, বিঘের পর বিঘে জমি জলের তলায়। জল ঢুকেছে ইব্রাহিমপুর, ছত্রপুর, জাকিনা–সহ একাধিক গ্রামে। সুজিত বানভাসি মানুষদের সঙ্গেও কথা বলেন। বানভাসিদের সুজিত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না। রাজ্যের সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আজকে আমরা শুকনো খাবার দিচ্ছি। আরও সাহায্য ব্লক ও পঞ্চায়েত অফিস থেকে করা হবে।' এলাকা পরিদর্শনের পর মন্ত্রী বলেন, 'মশানজোড় বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। তেমনি তিলপাড়া বাঁধ থেকেও জল ছাড়া হয়েছে। এর ওপর অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হওয়ায় ভরতপুরের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যা–কবলিত এলাকা দেখলাম। সব ধরনের সাহায্য বানভাসি মানুষদের করা হচ্ছে।' ভরতপুরের বন্যা–কবলিত এলাকা দেখার পর সুজিত যান সামশেরগঞ্জের গঙ্গার ভাঙনও দেখতে। সামশেরগঞ্জে সুজিত বলেন, 'বছরের পর বছর গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙন চলছে। বহু গ্রাম, জমি, আমবাগান তলিয়ে গেছে। কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব ভাঙন রোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর আজ পর্যন্ত রাজ্যের নদী ভাঙনে এক টাকাও দেয়নি। যেমন দেয় না ১০০ দিনের কাজের টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভাঙন রোধের কাজ চলছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও হয়েছে।' সামশেরগঞ্জের পর দমকলমন্ত্রী মালদায় চলে যান।

# হেরিটেজ সংরক্ষণ নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মেয়রের

**আজকালের প্রতিবেদন**

ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলীর ওপর বিচার করে এবার কোনও বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তাবিত বাড়িটির ইতিহাস এবং স্থাপত্যশৈলী বিচার–বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। সেইসব তথ্যের ভিত্তিতেই হেরিটেজ গ্রেডেশন করা হবে। শুক্রবার একথা জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

একইসঙ্গে হেরিটেজ সংরক্ষণ নিয়ে কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মেয়র। তিনি জানান, বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং, পোস্টারে হেরিটেজ বিল্ডিং ঢেকে দেওয়া যাবে না। হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে বিজ্ঞাপনী পোস্টার, ফ্লেক্স দেখলে ছিঁড়ে দেওয়া হবে। পুরসভার ঘোষিত কোনও ঐতিহ্যশালী বাড়ির ছাদ কিংবা দেওয়ালজুড়ে পোস্টার, ফ্লেক্স, হোর্ডিং দেখলেই নোটিস পাঠানো হবে। নোটিস পাওয়ার পরও বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং না সরানো হলে পুরসভা থেকে খুলে দেওয়া হবে। একদিকে পুরসভা হেরিটেজ বিল্ডিংগুলোকে সংরক্ষণ করছে, আলো দিয়ে সাজাচ্ছে। আর অন্যদিকে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে মুখ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। এটা হতে পারে না। পাশাপাশি হেরিটেজ বিল্ডিং চিহ্নিতকরণ নিয়ে পুরসভা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেয়র বলেন, 'বিখ্যাত কোনও ব্যক্তি কারও বাড়িতে গিয়ে চা খেয়েছেন, সেই বাড়িটা হেরিটেজ ঘোষণা করে দেওয়া হল। সেই ব্যক্তি যদি কলকাতার একাধিক বাড়িতে গিয়ে চা খান, তা হলে সেগুলোও হেরিটেজের তালিকাভুক্ত করতে হয়। তাই আমরা আজ ঠিক করেছি, বাড়ির ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যশৈলী মূল্যায়ন করা হবে। যাদবপুর ও শিবপুরের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন এবং বিচার–বিবেচনার রিপোর্টের ভিত্তিতেই কোনও বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হবে।' পুরসভার একাংশের কথায়, কলকাতা পুরসভা হেরিটেজ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই হেরিটেজ চিহ্নিত করে ব্লু প্ল্যাক লাগানো হয়েছে। সাজানো হচ্ছে হেরিটেজ ভবনগুলো। লাগানো যাবে না কোনও রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। এমনকী হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের সামনে হকারও বসতে দেওয়া হবে না। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ইতিহাস সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে কিউআর কোড লাগানোর পরিকল্পনার কথা জানা গেছে।

# ফের জল ছাড়ল ডিভিসি, ফুঁসছে দামোদর

**বিজয়প্রকাশ দাস**

বর্ধমান, ১ আগস্ট

ডিভিসি ধারাবাহিক ভাবে জল ছাড়ায় এবার ভরা দামোদর ফুঁসতে শুরু করেছে। ডিভিসি লাগাতার জল ছাড়ার ফলে এবং একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরের খণ্ডঘোষ ও রায়না দুটি ব্লকে সড়কের ওপর দিয়ে জল বইছে। ফলে বাতিল করে দেওয়া হল পরীক্ষা। বন্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল। শুক্রবার জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াল ডিভিসি। এদিন মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শো কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দামোদরে ৬২ হাজার ৬০০ কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। অন্যদিকে, পাঞ্চেত থেকে জল ছেড়েছে ৩৩ হাজার কিউসেক ও মাইথন থেকে জল ছেড়েছে ২২ হাজার কিউসেক।

এ বছরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় বর্ধমান শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের নিচু এলাকা ডুবে রয়েছে। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলের তলায় রয়েছে। এক হাঁটু জল ভেঙে মানুষজনকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের রায়না–১ ব্লকের আনগুনা ও খণ্ডঘোষের কৈয়রের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রায়না–১ ব্লকের মুগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনগুনা গ্রামের কাছে দাসপাড়াতে রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গ্রামের বাড়িগুলোতেও জল ঢুকে পড়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষজন। অভিযোগ, বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শঙ্কায় থাকেন। কিন্তু এ বছরে লাগাতার বৃষ্টি হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে অনেকটাই। গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার বৃষ্টির ফলে এলাকায় জল জমে ইতিমধ্যেই গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তা যেমন জলমগ্ন তেমনি বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তা চলে গেছে জলের তলায়। প্রায় এক হাঁটু জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এমনকী রাস্তার ওপর দিয়ে জল যাওয়ায় স্কুল যেতে পারছে না ছাত্র–ছাত্রীরা। ফলে আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে আনগুনা বি এম হাই স্কুলের পরীক্ষাও।

আনগুনা বি এম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে জল। জল পেরিয়ে স্কুলে আসতে পারছে না অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রী। তাই এদিন থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই পরীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। জল কমলে পরবর্তীতে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হবে।

## বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতে কাজ চলছে

**গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার একাংশ। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের অধীনস্থ আরএনটি বাগানে ঘটনাটি ঘটে। বিকেল ৪টে থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমস্যায় পড়েন প্রায় ১৫০ গ্রাহক। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতে কাজ শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। আজ, শনিবার সকালে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে মনে করছে সংস্থা।**

# প্রয়াত তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ

**আজকালের প্রতিবেদন**

বর্ধমান, ১ আগস্ট

প্রয়াত তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র ও দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা আইএনটিটিইউসি নেতা প্রসেনজিৎ দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। শুক্রবার সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রেখে গেলেন বিধবা মা, স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র–সহ বহু শুভানুধ্যায়ীকে। তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর

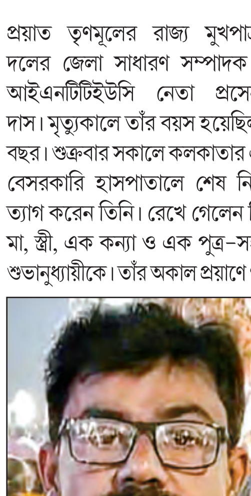

প্রসেনজিৎ দাস

শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন অভিষেক ব্যানার্জি তাঁর ফেসবুক পেজে প্রয়াত নেতার ছবি পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের তেলমারুই পাড়ার কুণ্ডুপুকুর সংলগ্ন এলাকায়। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া রাজনৈতিক মহলে।

**ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান**

# ২০২৭ সালের মার্চের পর দেখে যাবেন: মানস

**বুদ্ধদেব দাস**

ঘাটাল, ১ আগস্ট

**দ্রুত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসের পর সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এসে দেখে যাবেন। শুক্রবার ঘাটালে এসে প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে একথা জানান রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।**

**ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী শিউলি সাহা, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, সেচ দপ্তরের সচিব, সভাধিপতি অজিত মাইতি প্রমুখ। মানসবাবু বলেন, 'দেবের হাতে কি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আছে? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কি দেবের হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়েছেন?' তিনি বলেন, 'সারাদেশে বন্যা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ৪৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে তারা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য টাকা দিতে পারবে না। কী বলবেন বিজেপি নেতারা? লাগাতার বৃষ্টি, ডিভিসি–সহ অন্যান্য জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে ঘাটালে বন্যা–পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতিনিয়ত খোঁজ নিচ্ছেন। প্রশাসন সবরকম ভাবে মানুষের পাশে আছে।' ফের বৃষ্টির ফলে ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় জল বাড়ছে। ঘাটাল ব্লকের দেওয়ানচক–১ ও ২, অজবনগর–১ ও ২, পঞ্চায়েতের বেশ কিছু গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। জল বাড়ছে শিলাবতী, ঝুমি নদীতে। রূপনারায়ণ নদে জল বাড়ছে। ঝুমি নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় মনসুকা পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকা প্লাবিত। ঘাটাল পুরসভার ওয়ার্ডগুলির নিচু এলাকা ফের প্লাবিত হচ্ছে। চাষের জমি জলের তলায় থাকায় সবজি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্লাবিত এলাকাগুলিতে পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে রান্না করা খাবার, শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে।**

# তিলপাড়া ব্যারেজের ডিভাইডারে ফাটল

**অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়**

সিউড়ি, ১ আগস্ট

**ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া ব্যারেজে জলের নিম্নমুখী স্রোতের ডিভাইডারে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ভরা বর্ষায় এই ফাটল সেচ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়েছে। সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল এদিন ব্যারেজের নিম্নমুখী স্রোতের ডিভাইডারের ফাটল–ধরা অংশ পরিদর্শন করেন। তাঁরা জানান, এই অংশে 'রিভার বেড' (নদীর তলদেশ) বেশ কিছুটা নেমে যাওয়ায় এই বিপত্তি। বীরভূম ও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডে গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির জেরে তিলপাড়া জলাধার থেকে ছাড়া জলের তোড়েই ডাউনস্ট্রিম স্রোতের কংক্রিটের ডিভাইডারে ফাটল ধরেছে। বৃষ্টি একটু কমলেই জরুরি ভিত্তিতে এর মেরামতির কাজ করা হবে বলে ইঞ্জিনিয়াররা জানান। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিউড়ি লাগোয়া এই তিলপাড়া ব্যারেজের ওপর দিয়ে যাওয়া ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সেতুতে এদিন থেকে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।**

# খেজুরির সমবায়ে জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা

**যজ্ঞেশ্বর জানা**

খেজুরি, ১ আগস্ট

খেজুরিতে সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূলের। খেজুরি-১ ব্লকের হেঁড়িয়া অঞ্চলের মোহাটি দেবীচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি কিংবা সিপিএম। ফলে ভোট ছাড়াই এই সমবায়ে জয় নিশ্চিত করেছে ঘাসফুল শিবির। জানা গেছে, আগামী ২৪ আগস্ট সমবায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়ন পর্বে মোট ৫৯টি আসনের সব কটি আসনে প্রার্থী দেয় তৃণমূল। তাদের বিপরীতে বিজেপি ও সিপিএম কোনও প্রার্থী খুঁজে পায়নি। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর তৃণমূল সমর্থিত একজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হলেও বাকি ৫৮টি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। শুক্রবার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর তা নিশ্চিত হয়। এর আগেও এই সমবায়টি তৃণমূলের দখলেই ছিল। বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিনা লড়াইয়ে ফের সমবায়ের ক্ষমতা পেয়ে রীতিমতো উজ্জীবিত তৃণমূলের নেতা -কর্মীরা। ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে তাদের মধ্যে। দলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিমান কুমার নায়ক বলেন, 'এই নির্বাচনে বিরোধীরা, বিশেষ করে বিজেপি, একটিও প্রার্থী খুঁজে পায়নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে খেজুরির মতো তাদের তথাকথিত শক্ত ঘাঁটিতেও বিজেপির রাশ আলগা হচ্ছে। আর মানুষ তৃণমূলের উন্নয়নে আস্থাশীল। মানুষ উন্নয়ন চায়। কাজ চায়। দীর্ঘদিন সমস্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছেন। মানুষ সেই সুবিধা পাচ্ছে। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে সমস্যা মিটছে। স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে। তাই তাঁরা উন্নয়নের পক্ষে।'


केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ**
**বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফিফ্‌থ ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০১৬**
**ই–মেল: cb2364@canarabank.com**

**ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
**তারিখ: ১৯.০৮.২০২৫**

**এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:**
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

| ক্রম নং | ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা<br>খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা | ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ)<br>খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ | ক) সংরক্ষণ মূল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) বিড বাড়ানোর মূল্য<br>ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস<br>ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ**<br>২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৫, বেলস হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬<br>**খ) শ্রী দীপক পাড়িয়া,**<br>পিতা– শ্রী হিমত লাল পাড়িয়া,<br>ফ্ল্যাট নং ৩০২, থার্ড ফ্লোর, ব্লক সি৬, হোল্ডিং নং বি১–৯০/এ/১, ওয়ার্ড নং ৩১, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৩৭<br>**বিকল্প ঠিকানা:** ১৭৮/বি, রিজেন্ট কলোনি, সেকেন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৮, থানা– যাদবপুর, কলকাতা–৭০০০৪০<br>**শ্রীমতী বিজল পাড়িয়া,**<br>স্বামী– শ্রী দীপক পাড়িয়া,<br>ফ্ল্যাট নং ৩০২, থার্ড ফ্লোর, ব্লক সি৬, হোল্ডিং নং বি১–৯০/এ/১, ওয়ার্ড নং ৩১, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৩৭<br>**বিকল্প ঠিকানা:** ১৭৮/বি, রিজেন্ট কলোনি, সেকেন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৮, থানা– যাদবপুর, কলকাতা–৭০০০৪০ | **ক) ₹৫৬,৭৬,৪৬২.৯০**<br>(ছাপান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশো বাষট্টি টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) + ০১.০৬.২০২৫ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ<br>**খ) ১০.১২.২০১৮**<br>**গ) ১২.০৪.২০১৯** | নিম্নোক্ত ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং ৩০২, চতুর্থ তল (থার্ড ফ্লোর), টাওয়ার সি৬, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট, ইডেন সিটি, তৎসহ একটি মাঝারি মাপের গাড়ির রাখার উপযোগী একটি আধা–আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, তৎসহ সামান্য কমবেশি ২১.০২ একর মাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার, মৌজা– সারেঙ্গাবাদ, জে এল নং ৪৭, তৌজি নং ১৩৪, আর এস নং ৫৬০, আর এস খতিয়ান নং ৭৩৩ ও অন্যান্য, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৭৯, মহেশতলা পুরসভা, হোল্ডিং নং বি১–৯০/এ/১, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, বর্তমানে হোল্ডিং নং বি–১/সি৬/৩০২, নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতার দিকে আসার পথে বামদিকে, ওয়ার্ড নং ৩১, থানা– মহেশতলা, কলকাতা– ৭০০১৩৭, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ দীপক পাড়িয়া। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– পূর্ব রেল এবং রেলের খাল ও দাগ নং ২২৪ ও অন্যান্য; দক্ষিণ– বজবজ ট্রাঙ্ক রোড এবং দাগ নং ৩৫২, ৩২১, ৩১৮ ও ৩১৭; পূর্ব– দাগ নং ৩২২, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ২২০ ও অন্যান্য; পশ্চিম– দাগ নং ২৮৮, ২৯০, ২৮৭, ২৭৬ ও অন্যান্য।<br>**[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]** | **ক) ₹২১,৬০,০০০.০০**<br>(একুশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ₹২,১৬,০০০.০০**<br>(দুই লক্ষ ষোল হাজার টাকা মাত্র)<br>**গ) ₹১০,০০০.০০**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,১৬,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে** |
| ২. | **ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ**<br>২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৫, বেলস হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬<br>**খ) মেঘা বোস,** স্বামী– অরবিন্দ বোস<br>ফ্ল্যাট নং ৪০৫, থার্ড ফ্লোর, উত্তর–পূর্ব অংশ, প্রেমিসেস নং ৫, বসুনগর গেট নং ৫, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ৩৩, থানা– বারাসত, মৌজা– উদয়রাজপুর, পিন–৭০০১২৯ | **ক) ₹২৯,১৯,৮৭১.২০**<br>(উনত্রিশ লক্ষ উনিশ হাজার আটশো একাত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) + ১১.০২.২০২৩ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ<br>**খ) ১০.০২.২০২৩**<br>**গ) ২৯.০৪.২০২৩** | সামান্য কমবেশি ০৭ কাঠা ০৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট মাপের বাস্তু জমিতে নির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে মার্বেলের মেঝে দেওয়া ও ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি প্রায় ৮৯৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪০৫ এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– উদয়রাজপুর, জে এল নং ৪৩, আর এস খতিয়ান নং ১৬২, এল আর খতিয়ান নং ৭১৭২, আর এস দাগ নং ৮৫৩, এল আর দাগ নং ২২৬৩, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ৩৩, অ্যাসেসি নং ১২০২৬০১৩৩১২৬৩, থানা– বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **বন্ধকদাতার নাম: শ্রীমতী মেঘা বোস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– জে এইচ লেভরি'জ ডেভেলপমেন্ট স্কিমের প্লট নং ১৬; পূর্ব– ৮৫৫ নং দাগের জমি; পশ্চিম– ৮৫৪ নং দাগের জমি।<br>**[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** | **ক) ₹২৭,৫৪,০০০.০০**<br>(সাতাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ₹২,৭৫,৪০০.০০**<br>(দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো টাকা মাত্র)<br>**গ) ₹১০,০০০.০০**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২,৭৫,৪০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে** |
| ৩. | **ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ**<br>২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৫, বেলস হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬<br>**খ) সুস্মিতা কীর্তনিয়া,** স্বামী– সুবীর কীর্তনিয়া তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিক্যালের কাছে, পোঃঅঃ– যুগবেড়িয়া, থানা– ঘোলা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০১১০<br>**বিকল্প ঠিকানা:** হোল্ডিং নং ৫৮০, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পোঃঅঃ– যুগবেড়িয়া, থানা– ঘোলা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০১১০<br>**মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ**<br>**প্রোপ্রাইটর: সুস্মিতা কীর্তনিয়া,** স্বামী– সুবীর কীর্তনিয়া তালবান্ধা (দক্ষিণ), সেন মেডিক্যালের কাছে, পোঃঅঃ– যুগবেড়িয়া, থানা– ঘোলা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০১১০ | **ক) ₹৪৬,৭২,৫৩৬.৪৩**<br>(ছেচল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) + ০৪.০৮.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ<br>**খ) ০৮.০৮.২০২৪**<br>**গ) ৩০.১০.২০২৪** | **সুস্মিতা কীর্তনিয়া (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ।**<br>**স্থাবর সম্পত্তি:** অংশত পূর্ণনির্মিত দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– তালবান্ধা, জে এল নং ২৮, আর এস খতিয়ান নং ২৪২, এল আর খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৬২, ৩৯১, ২৭৪, দাগ নং– আর এস ৬০৯, এল আর ৬০৯/১৩৪৮, তালবান্ধা, পোঃঅঃ– যুগবেড়িয়া, থানা– ঘোলা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস– সোদপুর, কলকাতা–৭০০১১০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; দক্ষিণ– জুরান বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্ব– মৃত্যুঞ্জয় শীলের সম্পত্তি; পশ্চিম– নীলকমল বিশ্বাসের সম্পত্তি।<br>**[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** | **ক) ₹৬৩,০০,০০০.০০**<br>(তেষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র)<br>**খ) ₹৬,৩০,০০০.০০**<br>(ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**গ) ₹১০,০০০.০০**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৬,৩০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে** |
| ৪. | **ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ**<br>২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্লোর নং ৫, বেলস হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬<br>**খ) শম্ভু কুমার গুপ্তা,**<br>পিতা– দ্বারকা প্রসাদ গুপ্তা<br>জে/৩৯৯বি/১১, হরিবাবু পল্লী লেন, ওয়ার্ড নং ১৩৩, গার্ডেনরিচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০০২৪<br>**বিকল্প ঠিকানা:** জে/৩৯৮, আজহার মোল্লা পাড়া লেন, ১৩৪, গার্ডেনরিচ, পোঃঅঃ ও থানা– গার্ডেনরিচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০০২৪<br>**তৎসহ বিকল্প ঠিকানা:** প্রেমিসেস নং ৪/২৫, রামকান্তপুর, মৌজা– রামকান্তপুর, থানা– হরিদেবপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১০৪<br>**মমতা গুপ্তা,** স্বামী– শম্ভু কুমার গুপ্তা<br>জে/৩৯৯বি/১১, হরিবাবু পল্লী লেন, ওয়ার্ড নং ১৩৩, গার্ডেনরিচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা–৭০০০২৪ | **ক) ₹৫৯,৫১,২১৫.৯৩**<br>(উনষাট লক্ষ একান্ন হাজার দুশো পনেরো টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) + ০৫.১২.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ<br>**খ) ০৪.১২.২০২৪**<br>**গ) ০৬.০২.২০২৫** | উপরিস্থিত দোতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রামকান্তপুর, জে এল নং ২৭, আর এস নং ২৭০, আর এস খতিয়ান নং ৩০, এল আর খতিয়ান নং ৫৯৮, পরবর্তীতে ১৪৪৩, প্রেমিসেস নং ৪/২৫, রামকান্তপুর, থানা– হরিদেবপুর, কলকাতা পুরনিগমের ১৪২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১০৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– অরুণ কুমার নস্করের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; পূর্ব– দেবদুলাল ভট্টাচার্যের সম্পত্তি; পশ্চিম– ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর।<br>**[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]** | **ক) ₹৪৭,০০,০০০.০০**<br>(সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)<br>**খ) ₹৪,৭০,০০০.০০**<br>(চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)<br>**গ) ₹১০,০০০.০০**<br>(দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৪,৭০,০০০.০০ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে** |

**ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ১৯.০৮.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৮.০৮.২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত**

**–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–**

১. পরিসম্পদগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'**তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]**–এর ই–ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ **১৮.০৮.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।**
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০২.০৮.২০২৫ থেকে ১৬.০৮.২০২৫ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

**তারিখ: ০২.০৮.২০২৫ / স্থান: কলকাতা** — **অনুমোদিত আধিকারিক/ কানাড়া ব্যাঙ্ক**



pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

**পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)–এর ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

**রেজিস্টার্ড অফিস:** ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
**কলকাতা শাখা:** ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com**.

| লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A) | দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B) | দখলের প্রকৃতি (C) | বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D) | সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E) | ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F) | ডাক জমার শেষ তারিখ (G) | ডাক বাড়ানোর হার (H) | পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I) | নিলামের তারিখ ও সময় (J) | জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HOU/KOL/0717/ 407560 এবং NHL/KOL/ 0817/417186**<br>**শাখা অফিস: কলকাতা**<br>**রাজেশ গুপ্তা, সীমা গুপ্তা** | ₹<br>২৪,৯৪,৩০১.৯৬<br>২৪.০৬.২০২১<br>অনুযায়ী | বাস্তবিক দখল | সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ২২ বর্গফুট মাপের জমিতে নির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে পিছন দিকের অংশে পশ্চিমভাগে সামান্য কমবেশি ৬৮০ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং ৪বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ২৪এ, কাঁকুড়গাছি সেকেন্ড লেন, কলকাতা–৭০০০৫৪, থানা– ফুলবাগান, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩১ নং ওয়ার্ড, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পাঁচুগোপাল সেনাপতি ও অন্যদের বাড়ি; দক্ষিণ– বিশ্বনাথ সেনাপতি ও অন্যদের বাড়ি; পূর্ব– কাঁকুড়গাছি সেকেন্ড লেন; পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ১৪, কাঁকুড়গাছি রোড, কলকাতা–৭০০০৫৪। | ₹<br>৩৬,১৩,০০০/– | ₹<br>৩,৬১,৩০০/– | ০৪.০৯.২০২৫ | ₹<br>১০,০০০/– | ২৫.০৮.২০২৫<br>সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট | ০৫.০৯.২০২৫<br>দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা | **ডব্লিউপিএ ২০৪৩৫/২০২১, রাজেশ গুপ্তা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট এবং এসএ নং ৬১২/২০২২, রাজেশ গুপ্তা বনাম পিএনবি এইচএফএল** |

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। **১.** আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। **২.** নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল–এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)–কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে। **৩.** অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(৩)–এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে। **৪.** ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ**, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: পিএনবিএইচএফএল–এর অনুমোদিত ব্যক্তি **মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব**, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১২০ ৮৮০০, auction@pnbhousing.com অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।

**স্থান: কলকাতা; তারিখ: ০২.০৮.২০২৫** — অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড